দৈনিক খবর

তারিখ ৪/৯/৯১
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

114 ৩৩

ছাত্রলীগের বিক্ষোভ ।। স্মারকলিপি

সন্ত্রাস নির্যাতন বন্ধ না হলে আন্দোলন

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বিগত স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকারী গ্রেফতারকৃত ছাত্রলীগ (শা–অ) নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ ও বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে না দিলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারীরা সারাদেশে দুর্বার আন্দোলন শুরু করবে।

গতকাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় ঘেরাও ও স্মারকলিপি প্রদানের আগে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (শা–অ) সভাপতি শাহ আলম এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এ কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিন থেকে ছাত্রলীগের বিক্ষোভ

২–এর পাতায় দেখুন

সন্ত্রাস নির্যাতন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মিছিল সচিবালয়ের প্রধান ফটকে এসে পৌঁছলে দুপুর সাড়ে বারোটায় কর্তব্যরত পুলিশ এতে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে এবং সচিবালয়ে প্রবেশে বাধা দেয়। ফলে জড়ো হওয়া ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ কেন খালেদা জিয়া জবাব চাই, ছাত্রনেতাদের হুলিয়া নিতে হবে তুলিয়া' শ্লোগান দেয়।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ক্ষমতাসীন সরকারকে 'গণতন্ত্রী স্বৈরাচার' ও এরশাদ, আইয়ুবের প্রেতাত্মা উল্লেখ করে ছাত্রনেতা শাহ আলম বলেন, এত রক্তক্ষয়ের ফলে অর্জিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অতীতের ন্যায় মিথ্যা মামলা দিয়ে রাজনৈতিক পতিপক্ষকে নির্যাতন, গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ 'অপরেশন দুর্বারে'র নামে বিরোধী রাজনীতিকদের অনর্থক নাজেহাল, হয়রানি করা হচ্ছে। অথচ প্রকাশ্য দিবালোকে দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় 'জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের' সশস্ত্র কর্মীদের সৃষ্ট সন্ত্রাস লালন করা হচ্ছে। ১০৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, ঢাকা, রাজশাহীসহ ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সর্বশেষ ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ সরকার নীরব।

ছাত্রলীগ নেতা, শাহ আলম কারান্তরীণ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য সাইদুল ইসলাম পল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোয়াজ্জেম হোসেন, শওকত হোসেন নান্নু, মেজবাহুর রহমান পিন্না, মনিরুজ্জামান মনির, কামরুল ইসলাম শিশির, গুড্ডু, খোরশেদ হোসেন মিল্লাতসহ আটক দলীয় কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের জাত শত্রু মতিউর রহমান নিজামীকে পুনর্বাসন ও অভিষিক্ত করার হীন ষড়যন্ত্রের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিয়ার সমালোচনা করে সভায় বলা হয়, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা অসীম কুমার উকিল, জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু, এস এম কামাল হোসেন, গোলাম মোস্তফা সুজন, কামরুজ্জামান আনসারী, পংকজ নাথ, মঞ্জুরুল আলম টোকন, আলতাফ হোসেন, আ ক ম জামালউদ্দীন, মঈনুদ্দিন, মাসুম, ইউসুফ, আলতাফ, রানা, হেলাল, ববি, তাপস রমা, বাদল, লিয়াকত হোসেন, মুশফিকুর রহমান হান্নান, সজল, মাসুদ, জুয়েলদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার না করলে প্রতিবাদের অগ্নিশিখায় সরকারের মসনদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

সভায় ছাত্রদের ১০ দফা বাস্তবায়নে শহীদ ছাত্রনেতা শহীদুল ইসলাম চুন্নু, গণআন্দোলনের শহীদ ডাঃ মিলন, ছাত্রনেতা মাহবুব, মুন্না, হালিম, কনকের হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের দায়ে বহিষ্কৃত ছাত্রদলের কর্মীদের হাত থেকে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি রোধের দাবী জানান হয়। পুলিশের ব্যারিকেডের ফলে অবস্থানকৃত জমায়েতে অন্যান্যের মধ্যে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু, সৈয়দ সাবির হোসেন সাগর, বি এম মোজাম্মেল ও মমতাজউদ্দিন মেহেদী উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশ শেষে ছাত্রলীগ প্রধান শাহ আলমের নেতৃত্বে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত ছাত্রলীগের স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্বরাষ্ট্রসচিব তাদের দাবীর বিষয়সমূহ শুনেন এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।